ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৭

সার্ভিস ইজারা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রয়োগঃ একটি পর্যালোচনা

Service Ijāra and Its Applications in Islamic Banking: An Analysis

Mohammad Munirul Islam*

ABSTRACT

Ijāra is a popular method of investment in Islamic banking throughout the world. Service Ijāra is basically one type of Ijāra, where several services are combined into a complete fees-based service package. Following this, the complete service package is rented to the client for a specified period of time as an investment for consumption. In the following article, the topics discussed include introduction to Ijāra and service ijāra, evidence of Shari'ah compliance, difference between Ju'ala and service Ijāra, the different contexts of application of service Ijāra, etc. Employing a narrative and descriptive method, this research theoretically proves that service Ijāra in Islami banking is Shari'ah compliant. Due to benefits for both the bank and customers in terms of practice, service Ijāra is popular worldwide. Thus it is possible to further develop Islamic banking through wide application of this Shari'ah compliant service.

Keywords: service ijāra; ijāratul a'mal; ijāratul ashkhās; personal financing; islamic banking.

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকসমূহে ইজারা একটি জনপ্রিয় বিনিয়োগ পদ্ধতির নাম। সার্ভিস ইজারা মূলত ইজারার একটি প্রকার। এতে খণ্ড খণ্ড সেবা একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাড়াযোগ্য সেবা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর উক্ত পূর্ণাঙ্গ সেবাটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রাহকের নিকট ভাড়ার ভিত্তিতে ভোগাধিকারের জন্য বিনিয়োগ করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ইজারা ও সার্ভিস ইজারার পরিচিতি, শরীআহসম্মত হওয়ার প্রমাণ, জিআলার সাথে সার্ভিস ইজারার পার্থক্য, সার্ভিস ইজারা প্রয়োগের

* Muhammad Munirul Islam is a Senior Principal Officer and Muraqib in First Security Islami Bank Limited, munir.emahdi@yahoo.com

বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক ধারায় প্রণীত এ গবেষণাকর্ম থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত সার্ভিস ইজারা পদ্ধতিটি শরীআহসম্মত। প্রায়োগিক দিক থেকে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য সুবিধাপূর্ণ হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তাও রয়েছে। অতএব, যথাযথ শরীআহ পরিপালন করে এ প্রডাক্টির ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিংকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

মূলশব্দঃ সার্ভিস ইজারা; ইজারাতুল আমাল; ইজারাতুল আশখাস; ব্যক্তিগত অর্থায়ন; ইসলামী ব্যাংকিং।

ভূমিকা

মানব জীবন গতিময়। জীবন যাত্রার মান ক্রমেই পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদায় (needs & wants) বৈচিত্র্য এসেছে। বৈচিত্র্যময় জীবনের বিচিত্র চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংকারগণ নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামী ব্যাংকিংও একটি গতিশীল ব্যাংকব্যবস্থা বিধায় মানুষের গতিময় চাহিদাকে পূরণের জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে চলছে। যার ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবিত হয়েছে 'সার্ভিস ইজারা'। এ সার্ভিসের আলোকে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে ভবিষ্যতে অস্তিত্বে আসবে এমন কোন সেবা ভাড়া দিয়ে থাকে। যেমন শিক্ষা ও ভ্রমণ। এটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দেয়া হয় এবং তা আদায় হয় নির্দিষ্ট কিস্তিতে। সেবাটি ব্যাংক সরাসরি অথবা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে গ্রাহককে প্রদান করে থাকে। সার্ভিস ইজারা একটি আধুনিক পরিভাষা হলেও এর ভিত্তিমূল ইসলামী ফিকহের প্রসিদ্ধ পরিভাষা 'ইজারাতুল আমাল' বা 'ইজারাতুল আশখাস' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে এ প্রডাক্টের প্রয়োগ লক্ষণীয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ প্রডাক্টটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন চিকিৎসা, ভ্রমণ, শিক্ষা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, আতিথেয়তা ইত্যাদি।

সমসাময়িক একটি প্রডাক্ট হিসেবে সার্ভিস ইজারা সম্পর্কিত লেখালেখি খুবই কম। বিশেষত বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কোন আলোচনামূলক প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রডাটির প্রয়োজনয়ীতা ও গুরুত্ব বিবেচনায় অত্র প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। এতে সার্ভিস ইজারার বিভিন্ন দিক, বিশেষত এর কর্মকৌশল, শরীআহ অনুষঙ্গ, প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক তোলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইজারার পরিচিতি

ইজারা শব্দটি আরবী 'আজরুন' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অভিধানে এর বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন-

ইব্ন ফারিস [৩২৯-৩৯৫ হি.]-এর মতে, 'আজর' (أجر) এর দু'টো অর্থ রয়েছে: এক. শ্রমের মজুরি তথা পারিশ্রমিক; দুই. (جبر العظم الكسير) ভগ্ন হাড় যথাস্থানে বসানো (Ibn Fāris, 1991, 1/62)।

ইবনু মানযুর [৬৩০-৭১১হি.] বলেন, ما يعطى الأجير في مقابلة العمل অর্থাৎ- মজুরকে কাজের বিনিময়ে যা প্রদান করা হয় তাকে 'উজরা' বলে (Ibn Manjūr, 1414H, 4/10)।

ইমাম আল কাসানী [মৃ. ৫৮৭হি.] ও ইবনুল হুমাম [মৃ. ৮৬১হি.] রহ. প্রমুখ বলেন: শাব্দিক অর্থে ইজারা হলো কোন উপকার কিংবা সেবা বিক্রয় করা (الإِجَارَةُ لُغَةً بَيْعُ الْمَنْفَعَة) (Al-Kāsānī ND, 4/174; Ibn al-Humām 2003, 9/59)

তবে পবিত্র কুরআনে আজরুন শব্দমূলটি নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

ক. মজুরি, পারিশ্রমিক। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾

সে মূসাকে বলিল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে (Al-Qura'n, 28:27)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾

আর তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও না (Al-Qura'n, 12:104)।

খ. সওয়াব বা পুণ্য- যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি তার নেক আমলের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

যারা ঈমান আনে এবং সৎকার্য করে আল্লাহ তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার (Al-Qura'n, 5:9)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم﴾

আর যারা ধৈর্যধারণ করে, আমরা তাদেরকে তারা যা করে তার চেয়েও উত্তম পুরস্কার দান করবো (Al-Qura'n, 16:96)।

গ. মহর; যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

তোমরা তাদের নির্ধারিত মহর প্রদান করবে (Al-Qura'n, 33:50)।

তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইজারা' শব্দটি 'ভাড়া দেয়া' (Rent, Lease) অর্থে বহুল প্রচলিত।

পরিভাষায় ইজারা একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে কোনো বস্তুর উপকারিতা বা সুবিধা (Utility, Advantage) ভাড়ার বিনিময়ে বিক্রি করেন। বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ ইজারার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-

আল-বাবরাতী [মৃ. ৭৮৬ হি.] রহ. বলেন:

عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلوم.

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত বিনিময় সাপেক্ষে জ্ঞাত উপকার ভোগের চুক্তি (Al-Babratī, 1415H, 9/89)।

আশ-শারবিনী [মৃ. ৯৭৭ হি.] রহ. বলেন:

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا.

নির্ধারিত বিনিময় সাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য ও বৈধ কোন কিছু থেকে নির্দিষ্ট ও অভীষ্ট উপকার হাসিলের চুক্তি (Al-Sharbīnī, 1997, 2/403)।

এ বিষয়ে আল-বাহুতী [১০০০-১০৫১হি.] রহ. বলেন:

عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم

নির্দিষ্ট বা প্রক্রিয়াধীন বিশেষিত সম্পদ অথবা শ্রম থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্ধারিত বিনিময় সাপেক্ষে জ্ঞাত বৈধ উপকার ভোগের চুক্তি (Al-Bahūtī, 1993, 2/350)।

অতএব, ইজারা অর্থ কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট কিছু থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপকার লাভ করার চুক্তি করা কিংবা কোন উপকার ভোগের মালিক বানানো।

ইজারাদাতাকে পরিভাষায় মুজির (ভাড়াদাতা) এবং ইজারাগ্রহীতাকে মুসতা'জির (مستأجر) বলা হয়। যে বস্তুকে ইজারা দেওয়া হয় তাকে মুসতাজার আর বিনিময়কে উজরত বা মজুরি বলা হয়। তবে ইজারাতুল আমাল-এর ক্ষেত্রে যার থেকে শ্রম বা সেবা গ্রহণ করা হয় (যেমন আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক) তাকে আজীর এবং যারা সেবা গ্রহণ করে তাদেরকে মুস্তাজির বলা হয়।

ইজারা শরীআহসম্মত হওয়ার প্রমাণ

শরীআতে ইজারা বৈধ হওয়ার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো:

ক. কুরআন থেকে প্রমাণ

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে ইজারা, বিশেষত 'ইজারাতুল আমাল' বা 'ইজারাতুল আশখাস' এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দান করে, তবে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও (Al-Qura'n, 65:6)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ দুগ্ধদান করার পরিশ্রমের বিনিময় প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ.﴾

তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত কর, কারণ তোমার শ্রমিক হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। তিনি (মূসা আ. কে) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে (Al-Qura'n, 28:26-27)।

খ. হাদীস থেকে প্রমাণ

মহানবী স.-এর সুন্নাহ থেকেও ইজারা শরীআতসম্মত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে ইজারা বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। সহীহুল বুখারীতে ইজারা অধ্যায়ে মোট ২২টি অনুচ্ছেদ বা বাব যুক্ত হয়েছে। ইজারা শরীআতসম্মত হওয়ার সুন্নাহভিত্তিক দলীলের জন্য আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসই যথেষ্ট:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا – الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهْوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

নবী স. ও আবু বকর রা. বনী দীলের এক ব্যক্তিকে, (যে পরবর্তীতে বনী আবদ ইব্ন আদীর সদস্য হয়েছিল) ইজারা নিলেন। সে একজন দক্ষ পথপ্রদর্শক ছিল (খিররিত হলো দক্ষ পথপ্রদর্শক)। সে 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের বংশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সে লোকটি কাফির কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা তাকে নিরাপদ মনে করলেন; তাই তারা তাকে তাদের বাহন দু'টি সোপর্দ করলেন ও তাকে তিন

রাত পরে সওর পর্বতের দ্বারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অঙ্গীকার নিলেন। সে তাদের নিকট তাদের দুই বাহন নিয়ে তিন রাত পরে ভোরবেলা হাযির হলো। যখন তারা যাত্রা শুরু করলেন, তখন তাদের সাথে আমির ইব্ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথ প্রদর্শকও চলল। সে তাদের নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি নদীর কিনারা দিয়ে যাত্রা করল। (Al-Bukhārī, 2003, 2263)

গ. ইজমার প্রমাণ

ইজারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী [৭৬৭-৮২০খ্রি.] (Al-Shafi'ī 2000, 3/25), ইবন রুশদ [১১২৬-১১৯৮খ্রি.] (Ibn Rushd al-Hafīd 2006, 4/1339), আস-সারাখ্সী [মৃ. ১১০৬খ্রি.] (Al-Sarakhsī 2013, 15/74), আদ-দারদীর [১৭১৫-১৭৮৬খ্রি.] (Al-Dardīr 1989, 4/6), আল-হাত্তাব [১৪৯৭-১৫৪৭খ্রি.] (Al-Hattāb 1995, 5/389), আর-রামলী [মৃ. ১৫৫০খ্রি.] (Al-Ramlī 1993, 5/261) ও ইবন কুদামা [১১৪৭-১২২৩খ্রি.] (Ibn Qudāmah 1981, 6/2) প্রমুখ উক্ত ইজমা বর্ণনা করেছেন।

ঘ. বিবেচ্য জনকল্যাণ

নিঃসন্দেহে ইজারার বৈধতার মাধ্যমে ভাড়াদাতা, ভাড়াগ্রহীতা ও সমাজ প্রত্যেকেই উপকৃত হয়। ফলে এটি শরীআহসম্মত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পক্ষান্তরে এর বৈধতা না থাকলে মানুষ নানা ধরনের অসুবিধায় পতিত হয়, যা শরীআতের অন্যতম সামগ্রিক নীতি ও আল্লাহর বাণী: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং ক্লেশ চান না, (Al-Qura'n 2:185) এবং ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ 'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি, (Al-Qura'n 22:78) এর বিপরীত। মানুষ তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর মালিক হতে পারে না। এ জন্য সে অন্যের সম্পদ বা পরিশ্রমের মুখাপেক্ষী। ইজারা তার এ মুখাপেক্ষিতা পূরণ করতে পারে। অতএব, এ ধরনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় শরীআতে বৈধ হওয়ার দাবি রাখে।

ইজারার প্রকারভেদ

ইসলামী ফিকহের কিতাবসমূহে ইজরাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. **ইজারা আলা মানাফি আল-আইয়ান (إِجَارَةٌ عَلَى مَنَافِعِ الأَعيان):** কোন বস্তুর ভোগাধিকারের উপর ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা। যেমন বসবাসের বাড়ি, কৃষি জমি, পোশাক, পশু, মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি বস্তুকে ইজারা দেওয়া (Al-Kāsāni, ND, 4/145)। এক্ষেত্রে সম্পদটি স্পর্শনীয় (Tangible Assets) বা অস্পর্শনীয় (Intangible assets) হয় যেমন, ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট, স্বত্ব,

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (Intellectual Properties) উভয়ই হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফকীহগণ ইজারা আল-মানফা'কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. ইজারাতুল 'আইন আল-মু'আইয়ানা (إجارة العين المعينة): কোন নির্দিষ্ট দৃশ্যমান বস্তু তা হস্তান্তরযোগ্য বা অহস্তান্তরযোগ্য, পঁচনশীল বা অপঁচনশীল যাই হোক সম্মত ভাড়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের ভোগাধিকার দেওয়া হয় এবং ভোগাধিকার সরাসরি ভাড়াকৃত বস্তুটির সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাকে ইজারাতুল 'আইন বলে। ইজারাতুল 'আইন আবার তিন ধরনের হতে পারে:

* বাড়িঘর, ভূমি, ভবন ইত্যাদি ভাড়া দেয়া। অর্থাৎ আবাসিক ও কৃষি সেক্টর এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত;
* প্রাণী; যেমন উট, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি। অর্থাৎ যাতায়াত, পরিবহন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত;
* প্রদর্শনমূলক ও সাময়িক ব্যবহারযোগ্য বিষয়, যেমন পোষাক, গাউন, তাঁবু ইত্যাদি।

খ. ইজারাতুজ জিম্মাহ (إجارة الذمة): চুক্তির সময় চুক্তিকৃত সম্পদ বিদ্যমান না থেকে বরং এর দায় ভাড়াদাতার জিম্মাদারিতে থাকে, তবে তাকে 'ইজারাতুজ জিম্মাহ' বলা হয়। যেমন কেউ ভাড়াদাতাকে বলল, আমি অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এই এই বৈশিষ্ট্যের একটি প্রাণী তোমার থেকে ভাড়া করলাম এবং ভাড়াদাতা তা কবুল করল। (Al-Bahūtī, 1993, 2/352)

২. ইজারাতুল আশখাস (إِجَارَةُ الأشخاص): কোন কর্ম বা সেবা পাওয়ার জন্য ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হওয়া। যেমন ধোপাকে কাপড় ধোয়ার জন্য, দরজীকে সেলাই করার জন্য, রাজমিস্ত্রিকে নির্মাণ কাজের জন্য ইজারা গ্রহণ করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কেবল মানুষ (Human beings) ও পশুর (Animals) শ্রম বা ব্যবহার বিক্রয় করা হয়। একইভাবে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা, কাঠমিস্ত্রি নিয়োগ করা। এই প্রকারকে Hiring of services under Ijarah বলে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

সার্ভিস ইজারা

যে ইজারার মাধ্যমে সেবা ও উপকার লাভ করা যায় তাকেই সার্ভিস ইজারা বলা হয়। সেখানে মানুষ ও পশুর শ্রম, মেধা, যোগ্যতা প্রয়োগের বিনিময়ে ভাড়া লাভ করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফিকহের কিতাবসমূহে একে 'ইজারা আলাল

আমল' বা 'ইজারাতুল আশখাস' বলা হয়েছে। যেমন কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত মজুরি বা বেতনের বিনিময়ে শ্রমিক ভাড়া করা, অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, মামলার জন্য উকিল নিয়োগ করা।

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও হিসাবরক্ষণকারী সংস্থা (AAOIFI) এর মতে ইজারাতুল আশখাস হলো:

أنها عقد وارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، معينة كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات التعليمية والصحية والاستشارية ونحوها.

নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপযোগ (সেবা বা শ্রম) পাওয়ার চুক্তি। উক্ত উপযোগ নির্দিষ্ট হতে পারে অথবা কারও জিম্মায় থাকতে পারে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরামর্শ সংক্রান্ত সেবা (AAOIFI 2015, 552)।

এ সম্পর্কে কুয়েতের আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

إجارة الأشخاص تقع على صورتين: أجير خاص استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط ويسميه بعض الفقهاء "أجير الوحد" كالخادم والموظف، وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيد بالعمل لواحد دون غيره، كالطبيب في عيادته، والمهندس والمحامي في مكتبيهما.

দুভাবে ইজারাতুল আশখাস বা ব্যক্তি ভাড়া পদ্ধতি প্রয়োগ হয়। একটি হলো বিশেষ শ্রমদাতা, ভাড়াগ্রহণকারীর একান্ত শ্রমদাতা হিসেবে কাজ করার জন্য যাকে ভাড়া করা হয়। কোন কোন ফকীহ এ পরিভাষাটিকে "**أجير الوحد**" হিসেবেও নামকরণ করেছেন। যেমন ব্যক্তিগত সেবক, একান্ত সচিব। দ্বিতীয়ত أجير مشترك বা সাধারণ শ্রমদাতা। যে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষের কাজ করে, নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র একজনের কাজের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখে না। যেমন চিকিৎসক তার চিকিৎসালয়ে, প্রকৌশলী ও আইনজীবী তাদের দপ্তরে উন্মুক্ত সেবা দিয়ে থাকেন (Ministry of Awqaf, 1404H, 1/288)।

প্রয়োগ-পদ্ধতি (Modus Operandi)

সার্ভিস ইজারা পদ্ধতিতে ব্যাংক সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থার সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সার্ভিস ক্রয় করে চূড়ান্ত সার্ভিস গ্রহণকারীর (Ultimate Client) নিকট তা বিক্রয়

করবে। পরবর্তীতে সার্ভিস গ্রহণকারী তা মেয়াদে মূল্য প্রদান করবে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য কয়েকটি ধাপ অতিক্রান্ত হয়। যেমন-

১. গ্রাহক তার কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়ার জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করে;
২. ব্যাংক গ্রাহকের সাথে একমত হয়;
৩. ব্যাংক সার্ভিসদাতা মূল প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সেবা ভাড়া করে;
৪. ব্যাংক গ্রাহককে তার কাঙ্ক্ষিত সেবাটি প্রদান করে এবং তার বিনিময় হিসেবে নির্দিষ্ট ভাড়া (চার্জ) গ্রহণ করে;
৫. মেয়াদ শেষে চুক্তির সমাপ্তি ঘটানো হয়।

সার্ভিস ইজারার শরয়ী ভিত্তি

'সার্ভিস ইজারা' আধুনিক একটি প্রডাক্ট হওয়ায় পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে এর বিধান সম্পর্কে আলোচনা বিধৃত হয়নি। ইতঃপূর্বে সামগ্রিকভাবে ইজারা বৈধ হওয়ার প্রমাণ আলোচনা করা হয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীআতের সাধারণ নীতি হলো, যদি তাতে হারাম বা শরীআহ নিষিদ্ধ কোন কিছু না থাকে তবে তা বৈধ। এ কারণে এমন অনেক লেনদেন আবিষ্কৃত হয় যা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় তা বৈধতার রূপ পায়। সার্ভিস ইজারা যেহেতু নতুন প্রডাক্ট, সেহেতু শরীআহর লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালার সাথে এর প্রয়োগ পদ্ধতির যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক। যাতে এর বিধান অবগত হওয়া যায়। উপরে বর্ণিত 'সার্ভিস ইজারা'-এর কর্মকৌশল থেকে প্রমাণিত হয়, ব্যাংক মূল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে যে মূল্যে উক্ত সেবা ভাড়া গ্রহণ করছে তার চেয়ে বেশি মূল্যে গ্রাহককে ভাড়া দিচ্ছে। এর থেকে নিম্নোক্ত তিনটি বিশেষ বিধান ওঠে আসে:

ক. ভাড়াকৃত বস্তু পুনঃভাড়া প্রদান বা সাবলেট;

খ. ভাড়াকৃত বস্তু বেশি বিনিময়ে অন্যকে ভাড়া দেয়া;

গ. বর্তমান নেই এমন প্রক্রিয়াধীন বস্তু বা উপযোগকে ভাড়া দেয়া।

এ তিনটি বিষয়ের বিধানের সাথেই মূলত সার্ভিস ইজারার বিধান জড়িত। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

ক. ভাড়াকৃত বস্তু পুনঃভাড়া প্রদান

এটি ফিকহের একটি পুরাতন মাসআলা। ফকীহগণ একে التأجير من الباطن শিরোনামে আলোচনা করেছেন। আলিমগণ কোন বস্তু ভাড়া নিয়ে তা সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্যকে ভাড়া দেয়া বৈধ কি না সে ব্যাপারে তিনটি অভিমত পেশ করেছেন:

প্রথমত: ভাড়াকৃত যে সেবা এখনও ক্বদ (করায়ত্ত) করা হয়নি বরং প্রক্রিয়াধীন তা অন্যকে ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ। এটি হানাফী (Ibn 'Ābidīn 1998, 6/91) ও শাফিয়ী

(Al-Mārdawī 1377H, 6/35) মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং হাম্বলী মাযহাবের (Ibn Qudāmah 1981, 5/277) একটি অভিমত। তারা হাকীম ইবন হিযামের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। হাকীম ইবন হিযাম রা. বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় করি। এ পরিসরে আমার জন্য কী কী কাজ বৈধ ও নিষিদ্ধ? তিনি বললেন:

يا ابن أخي، إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোন কিছু ক্রয় করলে তা হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করো না (Ahmad, ND, 15351)।

এখানে হস্তগত হয়নি এমন কিছু বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইজারাও এক ধরনের বিক্রয়। অতএব তা করায়ত্ত করার পূর্বে অন্যত্র ভাড়া দেয়া বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. থেকে ভাড়াকৃত স্থাবর সম্পত্তি ক্বদ করার পূর্বে তা অন্যত্র ভাড়া দেয়া বৈধ হওয়ার মত বর্ণিত হয়েছে (Ibn 'Ābidīn 1998, 6/91; Fatāwa Hindiyyah 1406H, 4/425)।

তৃতীয়ত: হানাফী (Ibn 'Ābidīn 1998, 6/91), মালিকী (Ibn 'Abd al-Barr 1398H, 1/370) ও শাফিয়ী (Al-Bujairamī 1995, 3/166) মাযহাবের জমহুর ফকীহ ও হাম্বালীগণের (Al-Bahūtī 1993, 3/566) অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ভাড়াচুক্তির মেয়াদে যদি ভাড়াটিয়া ভাড়াকৃত বস্তু হস্তগত করে, তবে মূল ভাড়াদাতা ব্যতীত অন্যকে ভাড়া দেয়া বৈধ। তারা তাদের মতের পক্ষে এ দলীল পেশ করেন যে, আর্থিক লেনদেনের মৌলিকত্ব হলো, বৈধতা। যেহেতু এ ক্ষেত্রে কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই, সেহেতু এটি বৈধ। তাছাড়া প্রথম পক্ষের উপস্থাপিত হাদীসটি সরাসরি বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা সাবলেট বা অন্তরীণ ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শেষোক্ত মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

খ. ভাড়াকৃত বস্তু বেশি ভাড়ায় অন্যত্র ভাড়া দেয়া

এ ব্যাপারে চারটি মত রয়েছে:

এক: সমপরিমাণ ভাড়ায় সাবলেট দেয়া বৈধ। ইমাম আল-কাসানী রহ. (Al-Kāsānī ND, 4/206) এ মত উল্লেখ করেছেন;

দুই: মূল ভাড়াদাতা যদি অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে পুনঃভাড়া দেয়ার অনুমতি দেন, তবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ বৈধ হবে। এটি ইমাম আহমাদ রহ. (Al-Mārdawī 1377H, 6/34) থেকে বর্ণিত একটি মত;

তিন: অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ অপছন্দনীয় হিসেবে গণ্য। কতিপয় তাবিয়ী (Ibn Qudāmah 1981, 5/278) এ মত পোষণ করেছেন;

চার: সমপরিমাণ ও অতিরিক্ত ভাড়ায় পুনঃভাড়া প্রদান বৈধ। তাউস, হাসান বসরী, আতা, যুহরী প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন (Al-Sarakhsī 2013, 15/78; Ibn Qudāmah 1981, 5/278)। এ ছাড়া মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলীগণের মাযহাবী সিদ্ধান্তও এমন (Al-Hattab 1995, 5/114; Ibn 'Abd al-Barr1398H, 2/748; Al-Mārdawī 1377H, 9/228; Al-Bahūtī 1993, 3/566)।

চতুর্থ মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, প্রথম ভাড়াগ্রহীতা বৈধ চুক্তির মাধ্যমে ভাড়াকৃত বস্তুর উপযোগিতা ও ভোগস্বত্বের মালিকানা অর্জন করে। উক্ত মালিকানার পরিপূর্ণ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার তার রয়েছে। অতএব, মালিকানার ক্ষমতা বলে সে উক্ত সম্পদ কম-বেশি বা সমমূল্যে ভাড়া প্রদান করার অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে তার কার্যাবলি 'মুরাবাহা' হিসেবে গণ্য হবে।

গ. বর্তমান নেই এমন প্রক্রিয়াধীন বস্তু বা উপযোগকে ভাড়া দেয়া

ফকীহগণ একে 'ইজারা আলাজ জিম্মাহ' পরিভাষায় আলোচনা করেছেন। একে 'ইজারা মাওসূফাহ ফীজ জিম্মাহ'ও বলা হয়। যদি বর্তমানে বিদ্যমান নেই এমন কোন সম্পদ বা সেবা ভাড়াদাতার বিবরণের ভিত্তিতে ভাড়া করা হয় এবং তা সরবরাহ করা ভাড়াদাতার জিম্মাদারিতে থাকে তাকে 'ইজারা মাওসুফাহ ফীজ জিম্মাহ' বলে। যেমন যদি কেউ বলে, আমি তোমার থেকে এমন এমন প্রকৃতির বা ধরনের একটি গাধা ভাড়া করতে চাই, যার মাধ্যমে আমি অমুক স্থান থেকে অমুক স্থানে ভ্রমণ করব এবং ভাড়াদাতা যদি তাতে সম্মত হয়, তবে এ জাতীয় ইজারাকে 'ইজারা মাওসূফাহ ফীজ জিম্মাহ' বলা হয়। কেননা উক্ত বর্ণনা সম্বলিত গাধা সরবরাহ করা ভাড়াদাতার জিম্মায় থাকে (Al-Bahūtī, 1993, 3/566)। এ প্রকার ইজারার বিধান নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ কারো জিম্মায় থাকা বিবরণ সম্বলিত ভবিষ্যৎ সম্পদের উপযোগিতা ভাড়া প্রদান বৈধ না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদ অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে। তবে মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলীগণের মতে, এ ধরনের সম্পদ ভাড়ায় প্রদান বৈধ। তাঁরা একে উপযোগিতায় 'সালাম' চুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অতএব, ইজারা মাওসূফাহ ফীজ জিম্মাহ ইজারা ও সালাম নীতিমালার ভিত্তিতে বৈধ।

সার্ভিস ইজারার ভিত্তিতে অর্থায়নের বিধান

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, সার্ভিস ইজারার কর্মকৌশলে যে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে জড়িত অর্থাৎ ভাড়াকৃত বস্তুর সাবলেট প্রদান, সাবলেট প্রদানের সময় মূল ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নির্ধারণ ও অবর্তমান বর্ণনা সম্বলিত সম্পদের উপযোগ ভাড়া প্রদানের ব্যাপারে পূর্বসূরী ফকীহগণ মতভেদ করলেও তাঁদের

অধিকাংশ ফকীহ এগুলোকে বৈধ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আধুনিক আলিম ও শরীআহ বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশই আধুনিক প্রডাক্ট হিসেবে সার্ভিস ইজারার ভিত্তিতে অর্থায়নের বৈধতার পক্ষে মত প্রদান করেছেন। জানা মতে, আধুনিক প্রসিদ্ধ আলিমগণের মতে শুধুমাত্র আস্-সায়াতী এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন (Al-Sā'atī 2007, 12)। এছাড়া সকলেই এর পক্ষে মত দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যেসব ইসলামী ব্যাংকে সার্ভিস ইজারা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেসব ব্যাংকের শরীআহ সুপারভাইজারি কমিটি এ প্রডাক্টকে শরীআহ সম্মত হিসেবে মতামত প্রদান করেছে।

শর্তাবলি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, সার্ভিস ইজারা পদ্ধতিটি ফিকহের গ্রন্থাবলিতে আলোচিত 'ইজারাতুল আশখাস'-এর আধুনিক প্রয়োগপদ্ধতি। অতএব, ফকীহগণ ইজারাতুল আশখাস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত প্রদান করেছেন সেগুলো সার্ভিস ইজারার মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। নিম্নে ইজারাতুল আশখাস শুদ্ধ হওয়ার জন্য ফকীহগণের বর্ণিত শর্তাবলির আলোকে সার্ভিস ইজারা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় সম্পর্কিত শর্তাবলি: চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় তথা শ্রমদাতা ও শ্রমগ্রহীতা একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যাই হোক তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা (العقل) ও ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা (التمييز) থাকতে হবে। (Al-Qurah Daghi, 2008, 24; Al-Kāsānī ND, 4/167; Ibn Qudāmah 1981, 4/81)
২. উভয় পক্ষের মধ্যে প্রস্তাব ও সম্মতি (إيجاب وقبول) সম্পন্ন হওয়া। এটি সরাসরি বা আধুনিক বিভিন্ন মাধ্যম যেমন ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করেও হতে পারে। (Al-Qurah Daghi, 2008, 27-28)
৩. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য হিসেবে যেসব বিষয় বিবেচ্য হয় যেমন নগদ মুদ্রা, সম্পদ, উপযোগিতা, সেবা ইত্যাদির কোন একটির মাধ্যমে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে।
৪. উপকার/উপযোগিতাটি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। (Al-Kāsānī ND, 5/259; Ibn Qudāmah 1981, 5/462; Al-Sarakhsī, 2013, 6/44)
৫. কাজের ধরন ও মেয়াদ স্পষ্ট ও জ্ঞাত হতে হবে। (Al-Kāsānī ND, 5/259; Al-Sarakhsī, 2013, 6/44)
৬. উপযোগটির সামাজিক ও প্রথাগত মূল্য থাকা; সামাজিক বা প্রথাগতভাবে মূল্যহীন তথা অপ্রয়োজনীয় বা বেহুদা উপযোগের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যাবে না। (Al-Kāsānī ND, 5/259; Al-Nawavī 1991, 5/177-178; Ibn Qudāmah 1981, 5/433)

৭. শ্রমদাতা যে শ্রম দিবে তা শরীআহসম্মত হতে হবে। অর্থাৎ শরীআহ নিষিদ্ধ কোন কাজে শ্রম ব্যয় করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যাবে না। (Ibit)

৮. শ্রমদাতা উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ তাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হবে সে বিষয়ে তার দক্ষতা ও তা পালনের যোগ্যতা থাকা। অযোগ্য কাউকে নিয়োগ না দেয়া। যেমন পাহারাদারির জন্য অন্ধকে নিয়োগ দেয়া, পাঠদানের জন্য মুর্খকে দায়িত্ব দেয়া ইত্যাদি। (Ibit)

বিভিন্ন দেশে সার্ভিস ইজারার প্রয়োগ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ 'সার্ভিস ইজারা' পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করছে, যা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশেষত মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালেশিয়ায় শিক্ষা ব্যয় ও ভ্রমণ ব্যয়ে গ্রাহকদেরকে এই পদ্ধতি প্রয়োগে বিনিয়োগ প্রদান করে বেশ মুনাফা অর্জন করছে। নিম্নে এ প্রডাক্ট প্রয়োগকারী কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হলো:

1. ADCB Islamic Banking, Dubai.
2. Bank Negara Malaysia, Malaysia
3. Sherjah Islamic Bank, Dubai
4. HSBC (Amanah)
5. Dubai Islamic Bank
6. Ajman Bank, UAE
7. Abu Dhabi Islamic Bank, UAE
8. National Bank for Development (NBD), Egypt
9. Alizz Islamic bank, Oman
10. Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
11. Mashreq al Islami, UAE
12. Bank Sohar saog, Oman (Sohar al-Islami, Islamic Window) (Collected from websites of Banks)

প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত

উপরিউক্ত ব্যাংকগুলো ছাড়া বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে সার্ভিস ইজারা পদ্ধতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রডাক্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রডাক্ট নিয়ে আলোচনা করা হলো:

আজমান ব্যাংকের 'হজ্জ ও উমরাহ ফাইন্যান্স' সার্ভিস

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আজমান ব্যাংক ব্যক্তিগত অর্থায়ন (Personal Finance) এর আওতায় গ্রাহকের নানা ধরনের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য

'সার্ভিস ইজারা' পদ্ধতি প্রয়োগ করে। যেমন ভ্রমণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ, হজ্জ ও উমরাহ ইত্যাদি। এ ব্যাংকের হজ্জ ও উমরাহ ফাইন্যান্স সার্ভিসটির বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি নিম্নরূপ:

বৈশিষ্ট্য:

সর্বোচ্চ ৩০০০০০ (তিনলাখ) আমিরাত দিরহাম;

আবেদনকারীর মাসিক বেতন প্রবাসীদের ক্ষেত্রে ৬৫০০ দিরহাম এবং নাগরিকের জন্য ৮০০০ দিরহাম হতে হবে;

অর্থ পরিশোধের মেয়াদ হবে ৪ বছর;

অতি সাধারণ দস্তাবেদ তৈরি;

দ্রুততম প্রসেস।

প্রক্রিয়া:

ব্যাংক বরাবর খরচের প্রস্তাবনা সহ আবেদনপত্র জমা প্রদান;

নির্ধারিত ফরম পূরণ ও চুক্তিবদ্ধ হওয়া;

আইডি কার্ডের কপি/ প্রবাসীদের ভিসাযুক্ত পাসপোর্টের ফটোকপি;

বেতনসনদ/ বেতন ছাড়ের পত্র;

৩/৬ মাসের ব্যাংক প্রতিবেদন। (ajmanbank, 2017)

আল ইয্য ইসলামিক ব্যাংকের ব্যক্তিগত অর্থায়ন

ওমানের আল-ইয্য ইসলামিক ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত অর্থায়ন পদ্ধতি ইজারা আল আমল এর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত অর্থায়ন করে। এই সার্ভিস ইজারাতে ব্যাংক সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ব্যাংক তার কাঙ্ক্ষিত গ্রাহকের প্রয়োজনীয় সেবাটি সরাসরি ভাড়া নেবে এবং তা ব্যাংক গ্রাহককে সাবলীজ প্রদান করবে। এ সেবার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

ওমানের নাগরিক ও আবাসিক প্রবাসী সকলের জন্য উন্মুক্ত;

সহজ প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও সাধারণ দস্তাবেদ তৈরি;

আকর্ষণীয় মুনাফা;

সেবার (খরচের) পরিপূর্ণ অংক অর্থায়ন;

চাকুরীরত এবং স্বাধীন উপার্জক সকলের জন্য প্রযোজ্য;

- সরকারী চাকুরীজীবীদের জন্য কমপক্ষে ৩০০ ওমানী রিয়াল এবং প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরতদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩৫০ ওমানী রিয়াল মাসিক কিস্তি।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- ❖ অনাপত্তি পত্র;
- ❖ চাকুরীদাতার থেকে ব্যাংক বরাবর বেতন স্থানান্তরের পত্র;
- ❖ বেতনসনদ;
- ❖ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৪ মাসের বেতন স্লিপ;
- ❖ সর্বশেষ ছয় মাসের ব্যাংক প্রতিবেদন;
- ❖ ডিলার কর্তৃক ব্যাংক বরাবর দরপত্র জমাদান;
- ❖ প্রসেসিং ফি ২৫ ওমান রিয়াল। (alizz islamic Bank, 2017)

এইচএসবিসি আমানাহ

হংকং ভিত্তিক এইচএসবিসি (হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ) এর ইসলামী ব্যাংকিং সেকশন আমানাহও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সার্ভিস ইজারার ভিত্তিতে শিক্ষা, বিবাহ, চিকিৎসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অর্থায়ন করে থাকে। মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সার্ভিসে সর্বোচ্চ ১০০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ করা হয়। (hsbc, 2017)[১]

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য সার্ভিস ইজারা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ বিনিয়োগ প্রাপ্তির শর্ত ও প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রায়োগিক পদ্ধতি একই ধরনের যে, ব্যাংক মূল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে গ্রাহককে তা সাবলীজ দিয়ে থাকে।

জিআলা[২] ও সার্ভিস ইজারার পার্থক্য

জিআলা শব্দের আভিধানিক অর্থ মজুরি, পারিশ্রমিক, ভাতা, পুরস্কার ইত্যাদি (Fajlur Rahman 2015, 366)। পরিভাষায় জিআলা বলা হয়:

التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، عسر علمه

নির্দিষ্ট কিংবা জানা দুরূহ- এমন কোন অজ্ঞাত কাজের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক দানের প্রতিশ্রুতি (Al-Sharbīnī 1997, 2/429)

১ 'উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে এ সেবাটি বর্তমানে স্থগিত আছে।

২ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবী الجعالة শব্দটির জীম বর্ণে যবর যোগে জাআলা, যের যোগে জিআলা এবং পেশ যোগে জুআলা উচ্চারণে পঠিত হলেও ফকীহগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে শব্দটিকে জিআলা উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে জুআলা ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়।

মালিকী ফকীহগণের দৃষ্টিতে জিআলা হলো:

بأنها الإجارة على منفعة مظنون حصولها

এমন উপযোগের উপর সম্পাদিত ইজারা চুক্তি, যা অর্জিত হওয়ার ধারণা করা হয়েছে। (Ibn Rushd al-Hafīd 2006, 2/232; al-Dardīr 1989, 4/60)

অতএব জিআলা হলো, নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করে দেয়ার চুক্তি। এক্ষেত্রে কাজটি অর্জিত হওয়া না হওয়ার উপর পারিশ্রমিক নির্ভর করে। যেমন হারিয়ে যাওয়া কোন প্রাণী অথবা পলাতক দাস-দাসীকে ফিরিয়ে আনার চুক্তিতে প্রাণী বা দাসকে ফিরিয়ে আনলেই কেবল পারিশ্রমিক প্রদান আবশ্যক হবে। পর্যাপ্ত শ্রম ও সময় দেয়ার পরও যদি এ কাজে সফলতা না আসে তবে তার কাজ পণ্ডশ্রম হিসেবে গণ্য হবে।

অনেকে সার্ভিস ইজারার সাথে জিআলাকে একীভূত করে ফেলেন। কিন্তু দু'টি এক বিষয় নয়। ইবনে রুশদ আল-জাদ্দ [৪৫০- ৫২০হি.] জিআলার সংজ্ঞায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন:

بأن يجعل الرجل للرجل جعلاً على عمل يعمله إن أكمل العمل. إن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلاً

জিআলা হচ্ছে, কাজ পরিপূর্ণ করা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তিকে পরিশ্রামিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা। যদি কাজ পূর্ণ না করে তবে সে কিছুই পাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে যাবে (Ibn Rushd al-Jadd 1988, 2/175)।

যদিও সাধারণত কাজের বিনিময়ে আমিল (কর্মী) পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে, তদুপরি এখানে একটু পার্থক্য বিরাজমান। জিআলা সহীহ হওয়ার জন্য কাজটি আমিল (কর্মী) কর্তৃক কবুল করা শরীআতে জরুরী নয়। কিন্তু সার্ভিস ইজারার ক্ষেত্রে মুসতাজির (ইজারাগ্রহীতা) কর্তৃক কবুল অত্যাবশ্যক। জিআলা হয়ে থাকে 'আম (General) ঘোষণার মাধ্যমে আর সার্ভিস ইজারা হয়ে থাকে খাস (specific) ঘোষণার মাধ্যমে। নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে এর পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

সারণি-১: জিআলা ও সার্ভিস ইজারার মধ্যে পার্থক্য

জি'আলা	সার্ভিস ইজারা
জি'আলার মধ্যে কিছুটা অনিশ্চয়তা[৩] ও কাজের প্রক্রিয়া ও মেয়াদ অজ্ঞাত থাকতে পারে, যেমন পথহারা চতুষ্পদ প্রাণী খুঁজে দেয়া, পানি না উঠা পর্যন্ত কূপ খনন ইত্যাদি। অতএব, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয় ধরনের কাজের জন্য জি'আলা জায়েয।	কিন্তু কাজ অথবা উপকার অজ্ঞাত থাকলে ইজারা সহীহ হবে না।

৩ এ অনিশ্চয়তার যুক্তিতে হানাফী ফকীহগণ জিআলা চুক্তিকে না-জায়িয বলেছেন। (Al-Kāsāni, ND, 6/203; Ibn 'Ābidīn 1998, 3/243)

দ্বিতীয় পক্ষ তথা আমিল (কর্মী) নির্দিষ্ট না হলেও জি'আলা বৈধ হবে।	দ্বিতীয় পক্ষ, মুসতাজির (ইজারাগ্রহীতা) নির্দিষ্ট না হলে ইজারা বৈধ হবে না।
শ্রমিকের পক্ষ থেকে কবুল (গ্রহণ) না করলেও জি'আলা পূর্ণ হবে।	ইজারার মধ্যে অবশ্যই ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হতে হবে।
জি'আলা বাধ্যতামূলক নয় এমন একটি বৈধ চুক্তি। যা কাজ শুরু করার পূর্বে কোন এক পক্ষ বাতিল করতে পারেন।	ইজারা একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি, যা উভয়ের সম্মতি ছাড়া বাতিল হওয়ার নয়।
জি'আলার পারিশ্রমিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রদান করা আবশ্যক হয়। ফলে কাজ পরিপূর্ণ না হলে কর্মী কোন পারিশ্রমিক পান না।	ইজারা চুক্তিতে উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে ভাড়া অগ্রিম, বিলম্বে, তাৎক্ষণিক প্রদান করা যায়। তাছাড়া কর্মী যতটুকু কাজ করেন ততটুকুর বিনিময় পাওয়ার হকদার হন।

সূত্রঃ নিজস্ব চিত্রায়ন

'সার্ভিস ইজারা'-র মাধ্যমে অর্থায়নের পরিধি

সার্ভিস ইজারার মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে অর্থায়ন সম্ভব। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হলো:

- **শিক্ষা সেবা:** বিশেষত উচ্চশিক্ষা ও বিদেশে শিক্ষা। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ভর্তি, শিক্ষাদান ফি সহ আনুষঙ্গিক খরচ প্রদান করবে এবং এ সেবা গ্রহণকারী শিক্ষার্থী পরবর্তীতে উক্ত অর্থ পরিশোধ করবে।
- **স্বাস্থ্য সেবা:** দেশ ও বিদেশের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ে অর্থায়ন। বিশেষত ব্যয়বহুল অপারেশনে। কেননা অনেকে তাৎক্ষণিক অর্থাভাবে ও ইনস্যুরেন্স না থাকায় ব্যয়বহুল অপারেশন করতে পারেন না। ফলে এ প্রডাক্ট তাদের চিকিৎসার একটি মাধ্যম হতে পারে।
- **ভ্রমণ সেবা:** বৈধ প্রয়োজনীয় স্থানীয় বা বৈদেশিক সফরের ক্ষেত্রে এ সেবা প্রদান করা যেতে পারে।
- **আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা:** বিবাহ ব্যয়, ওয়ালিমা ভোজ, আকীকা অনুষ্ঠানসহ যে কোন শরীআহসম্মত অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার জন্য অর্থায়ন।
- **আইনী সহায়তা:** বৈধ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা নিশ্চিতকরণ ও যেকোন ন্যায্য হক উদ্ধারের জন্য অথবা জুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার জন্য আইনী সহায়তা, বিশেষত আইনজীবী নিয়োগ ও অন্যান্য কোর্ট ফী প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থায়ন।
- **পেস্ট কন্ট্রোল:** হাউজিং এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীগণ তাদের এ্যাপার্টম্যান্ট বিক্রয় কিংবা হস্তান্তরের পূর্বে কেন্দ্রীয়ভাবে উক্ত ভবনে সাধারণত পেস্ট কন্ট্রোল তথা কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে যেন কোন প্রকার কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, তেলাপোকা ছারপোকার উৎপাত না ঘটে। এখানেও এই পদ্ধতি প্রয়োগে অর্থায়ন করা যায়।

- **হজ্জ ও উমরাহ:** পূর্বে উল্লেখিত আজমান ব্যাংকসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ব্যাংক সার্ভিস ইজারা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হজ্জ ও উমরাহ পালনে অর্থায়ন করে থাকে। যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ইসলামের এ পঞ্চম স্তম্ভ আদায় করা যায়।

প্রায়োগিক নীতিমালা

সার্ভিস ইজারা যথাযথ ও শরীআহসম্মত হওয়ার জন্য সমসাময়িক আলিমগণ যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. যে সার্ভিস বা উপকারের উপর ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হবে, উক্ত উপকারিতাটি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হতে হবে।
২. উপকারিতা (সার্ভিস) পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হতে হবে।
৩. সার্ভিসের সার্বিক বিষয়, বিশেষত মূল্য, সময়, চার্জ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যথাযথভাবে নির্ধারিত ও উভয়ের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোন দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ না থাকে।
৪. সার্ভিস ইজারার গ্রাহক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন করা, কেননা এ দুইপক্ষের সাথে পরবর্তীতে অন্য এক পক্ষের (যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থায়নকারীর সাথে সার্ভিস গ্রহণকারীর সম্পর্ক মুরাবাহায় রূপ নেয়।
৫. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের শরীআহ নির্ধারিত যোগ্যতা বর্তমান থাকা।
৬. চুক্তির শব্দমালা (صيغة العقد) শরীআহসম্মত হওয়া।
৭. পারিশ্রমিক (সার্ভিস চার্জ) এমনভাবে নির্ধারিত/স্পষ্ট থাকা, যাতে পরবর্তীতে কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ না থাকে।
৮. কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে শরীআহ নীতিমালা লংঘন করে গ্রাহকের উপর চাপারোপ না করা।
৯. গ্রাহক-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পন্ন হওয়া চুক্তিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) এর মধ্যকার চুক্তির সাথে যোগসূত্র স্থাপন না করা।
১০. সার্ভিসটি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের সম্মতি ব্যতীত চুক্তি বাতিল না করা। কেননা এতে গ্রাহক প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। (Al-Qurah Daghi, 2008, 18-60)

এ বিষয়ে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও হিসাবরক্ষণকারী সংস্থা (AAOIFI) এর শরী'আহ স্টান্ডার্ড এর ৩৪ নং স্টান্ডার্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে এ প্রডাক্টটির প্রয়োগ করলে শরীআহর দৃষ্টিতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায়, সার্ভিস ইজারা একটি শরীআহসম্মত পদ্ধতি। ইসলামী ফিকহের প্রসিদ্ধ পরিভাষা ইজারা, মুরাবাহা, সালাম নীতির ভিত্তিতে এ প্রডাক্টটি প্রণীত হয়েছে। নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও তা থেকে অর্জিত মুনাফা হালাল হিসেবে গণ্য হবে। বাই মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল ও হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতিল মিলক (এইচপিএসএম) পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রতিনিয়ত মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তন আসছে। বিভিন্ন শরঈ বাধ্যবাধকতার কারণে উক্ত তিন পদ্ধতিতে মানুষের সকল চাহিদা (needs & wants) পূরণ করে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না। যেমন চিকিৎসা সেবার ব্যয়, বিদেশ ভ্রমণে অর্থায়ন, শিক্ষার ক্ষেত্রে টিউশন ফি, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানি বিল প্রদানে অর্থায়ন, দেশী কিংবা বিদেশী উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে অর্থায়ন ইত্যাদি। তাই ব্যাংকিং সেবাতে মানুষের চাহিদার আলোকে শরীআহ ভিত্তিক প্রডাক্টের বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'সার্ভিস ইজারা' এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অতএব, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং এ সার্ভিস ইজারার প্রয়োগ সময়ের দাবি।

তথ্যপঞ্জি

AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. 2015. *Al-Ma'āīr al-Shar'iyyah*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution.

Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hanbal. ND. Al-Musnad. Beirut: Dār al-Sādir.

Al-Babratī, Akmal al-Dīn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mahmud. 1415H. *Al-'Ināyah Sharh al-Hidāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bahūtī, Mansūr Ibn Younus. 1993. *Sharh Muntaha al-Iradāt*. Beirut: 'Alim al-Kutub.

Al-Bujairamī, Sulaimān Ibn Muhammad Ibn 'Umar. 1995. *Tuhfatu al-Habīb 'Ala Sharh al-Khatīb*. Beirut: Dār Al-Fikr.

al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il. 2003. *Al-Jāmi' al-Sahīh*. 3rd edition. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Dardīr, Abū al-Barakāt Ahmad Ibn Muhammad. 1989. *Al-Sharh al-Sagīr 'Ala Aqrab al-Masālik Ila Madhab al-Imām Mālik*. Abu Dhabi: Ministry of Awqāf and Islamic Affairs.

Al-Fatāwa al-Hindiyyah (named also Fatwa Alamghiri). 1406H. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-'Arabī.

Al-Hattāb, Muhammad Ibn Muhammad. 1995. *Mawāhib al-Jalīl li Sharh Mukhtasar al-Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Kāsānī, Abū Bakr Mas'ūd Ibn Ahmad. ND. *Badaī' al-Sanaī' Fi Tartīb al-Sharaī'*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābī.

Al-Mardāwī, 'Ala al-Dīn Abu al-Hasan 'Ali Ibn Sulaiman. 1377H. *Al-Insāf Fī Ma'rifati al-Rājih Min Al-Khilāf*. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-'Arabī.

Al-Nawavī, Abū Zakariyā Muhī al-Dīn Sharf. 1991. *Rawdah al-Tālibīn wa Umdat al-Muftieen*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Qurrah Daghi, 'Ali Muhī al-Dīn. 2008. Al-Ijārah 'Ala Manāfi' al-Ashkhās Fī al-Fiqh al-Islamī wa Qānūn al-'Amal: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah. Paper submitted to Al-Majlis al-Eurobī li al-Iftā wa al-Buhūth, Metting No. 18.

Al-Ramlī, Muhammad Ibn Ahmad. 1993. *Nihāyah al-Muhtāj Ila Sharh al-Manhāj Fi Fiqh 'Ala Majhab al-Imām al-Shafi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Sā'atī, 'Abd al-Rahīm 'Abd al-Hamīd. 2007. Al-Ijārah al-Mawsūfah Fī al-Dhimmah Wasīlatun Litamwīl al-Mashari' al-Inshaiyyah Fī al-Masārif al-Islāmiyyah.

Al-Sarakhsī, Muhammad Ibn Ahmad. 2013. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Nawādir.

Al-Shāfi'i, Muhammad Ibn Idris. 2000. *Al-Umm*. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-'Arabī.

Al-Sharbīnī, Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatīb. 1997. *Mughnī al-Muhtāj Ila Mʻarifati Alfaji al-Minhāj*. Beirut: dār al-Maʻrifah.

Fadlur Rahman, Muhammad. 2015. *Arbi Bangla Baboharik Ovidhan*. Dhaka: Riyadh Prokasani.

http://alizzislamic.com/Personal-Banking/Finance/Personal-Finance-Services, retrieved on: 21 January, 2017.

http://www.ajmanbank.ae/site/haj-and-umrah-finance.html, retrieved on: 21 January, 2017.

https://www.hsbc.com.bd/1/2/retail-banking/other-products/amanah-personal-finance-services-ijarah, retrieved on: 21 January, 2017.

Ibn al-Humām, Kamāluddin Ibn Abdul Wahīd. 2003. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn Fāris, Abū al-Hossaīn Ahmad. 1991. *Muʻjamu maqāiīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Jeel.

Ibn Manzūr, Abū al-Fadl Muhammad Ibn Mukarram. 1414H. *Lisān al-ʻArab*. Beirut: Dār al-Sādir.

Ibn ʻAbd al-Barr, Abū ʻUmar Yousuf Ibn ʻAbdullah. 1398H. *Al-Kāfī Fī Fiqh Ahli al-Madīna al-Mālikī*. Riyadh: Maktabatu al-Riyadh al-Hadīthah.

Ibn ʻĀbidīn, Muhammad Amīn Ibn ʻUmar. 1998. *Radd al-Muhtār ʻAla al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-ʻArabī.

Ibn Qudāmah, Muwāfaq al-Dīn ʻAbdullah Ibn Ahmad. 1981. *Al-Mughnī*. Riyadh: Maktabatu al-Riyadh al-Hadīthah.

Ibn Rushd al-Hafīd, Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad. 2006. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. Beirut: Muassasa al-Maʻārif.

Ibn Rushd al-Jadd, Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad. 1988. *al-Muqaddamāt al-Mumahhidāt*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Ministry of Awqāf and Islamic Affairs. 1404H. *Al-Mawsūah al-Fiqhiyyah al-Kūwaitiah*. Kuwait: Dār al-Salāsil.